বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আইন বিভাগ

ফোন ঃ ০২-২২৩৩৮৪৪৮৭, ০২-৪৭১২০৫১৬

ই-মেইল ঃ dgmlaw@krishibank.org.bd

নং প্রকা/আইন-৭৯৫(অংশ-৫)/২০২৪-২০২৫/৯০৬ তারিখঃ ০১-০৮-২০২৪

১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়
২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
৩। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা
৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

"বিষয়টি অতীব জরুরী"

বিষয়ঃ শ্রেণীকৃত ঋণ (NPL)/খেলাপী ঋণ হ্রাসকল্পে অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং মামলা নিষ্পত্তির সময়ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

অর্থঋণ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগ হতে প্রাপ্ত ৩০-০৬-২০২৪ তারিখ ভিত্তিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মামলা নিষ্পত্তির হার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অনেক কম যা হতাশাজনক। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হলে কর্তৃপক্ষ গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ লিটিগেশন-১ অধিশাখা হতে ১০ বছরের বেশী সময় ধরে অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ১০ বছর এবং তদুর্ধ্ব সময় যাবৎ ব্যাংকের অনিষ্পন্ন মামলাসহ শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন পূর্বক মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক। ৩০-০৬-২০২৪ তারিখে ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণ স্থিতি ৩৪০৪৫.৭৫ কোটি টাকার বিপরীতে মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৪৩২৯.৭১ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে ব্যাংকের মোট শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৩০০.০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে শুধুমাত্র অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন ৯৯৫ টি মামলার বিপরীতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১৯৬৮.৪৮ কোটি টাকা, যা ব্যাংকের মোট শ্রেণীকৃত ঋণের প্রায় ৪৫%। তদুপরি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), ২০২৪-২০২৫ এ অর্থঋণ মামলা, রীট মামলা নিষ্পত্তি এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি ব্যতীত বিশাল অংকের শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ হ্রাস, অর্থঋণ ও রীট মামলা নিষ্পত্তির কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকল্পে ৩০-০৬-২০২৪ তারিখ ভিত্তিক অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন মামলায় জড়িত অর্থ আদায়/শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে বিভাগওয়ারী নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অর্জন		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অর্জনের শতকরা হার	৩০-০৬-২০২৪ ভিত্তিক মামলার অবস্থা		নভেম্বর/২০২৪ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (১২০ দিনের বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় মোট অনিষ্পন্ন মামলার ২০%)		জুন/২০২৫ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা ভিত্তিক	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
০১	ঢাকা	৮৬	৩৩৮.৮৬	০৫	০.৫৬	৫.৮১%	২৭৯	১১২৮.৯৭	৫৬	২২৫.৭৯	৮৪	৩৩৮.৬৯
০২	চট্টগ্রাম	৪০	১৫৭.০৭	০৬	৫০.১১	১৫.০০%	১৩৩	৪৯৬.৯১	২৭	৯৯.৩৮	৪০	১৪৯.০৭
০৩	খুলনা	৬৪	২৯.৪৯	৩০	২.৪০	৪৬.৮৮%	১৯৫	১০১.০৯	৩৯	২০.২২	৫৯	৩০.৩৩
০৪	কুষ্টিয়া	১৬	৩.১০	১১	০.৮১	৬৮.৭৫%	৪৩	৯.৯৩	৯	১.৯৯	১৩	২.৯৮
০৫	বরিশাল	৪০	০.৭৭	০৭	০.০২	১৭.৫০%	১২৩	২.৫৫	২৫	০.৫১	৩৭	০.৭৭
০৬	সিলেট	১২	৪.৮২	০২	০.২৯	১৬.৬৭%	৪১	১৬.৬৪	০৮	৩.৩৩	১২	৪.৯৯
০৭	ফরিদপুর	০৬	০.৫৬	০২	০.০৯	৩৩.৩৩%	১৬	১.৮০	০৩	০.৩৬	০৫	০.৫৪
০৮	কুমিল্লা	২০	১০.০৩	০১	০.৬৯	৫.০০%	৭৩	৩৩.৯৭	১৫	৬.৭৯	২২	১০.১৯
০৯	ময়মনসিংহ	১৮	৪.১১	০৩	০.৮৬	১৬.৬৭%	৫৭	১৩.২১	১১	২.৬৪	১৭	৩.৯৬
১০	এলপিও	১০	৪৩.১৩	০	২.৮৭	০%	৩৫	১৬৩.৪১	০৭	৩২.৬৮	১১	৪৯.০২
মোট ঃ		৩১২	৫৯১.৯৪	৬৭	৫৮.৭০	২১.৪৭%	৯৯৫	১৯৬৮.৪৮	২০০	৩৯৩.৬৯	৩০০	৫৯০.৫৪

০২। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে শ্রেণীকৃত ঋণ (NPL) হ্রাস এবং বিচারাধীন মামলার নিষ্পত্তির কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন মামলা নিষ্পত্তি ব্যতিত কোনক্রমেই সম্ভব নয় বিধায় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনা পরিপালনসহ প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো ঃ

(ক) **খেলাপী ঋণ/শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের ঃ** খেলাপী/শ্রেণীকৃত ঋণের পাওনা আদায়ের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে অর্থঋণ আদালত ২০০৩ এর ৪৬ ধারার বিধান মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দায়েরযোগ্য অর্থঋণ মামলা দায়েরের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে খেলাপী/শ্রেণীকৃত ঋণসমূহ আদায় ত্বরান্বিত/নিশ্চিত করা যায় এবং পাওনা দাবী তামাদিতে বারিত না হয়।

(খ) **মামলা দায়ের করার পূর্বে ১২ ধারা মতে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহনঃ** অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর আওতায় মামলা দায়েরের পূর্বে এই আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায়/সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ১২ ধারা অনুযায়ী নিলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধে আগ্রহী এমন তিন বা ততোধিক বিডার সংগ্রহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শাখাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যথাযথ মূল্যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় ধনাঢ্য/গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে নিলামে ডাককৃত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

(গ) **মামলা তদারকী নিশ্চিত করনঃ** মামলা তদারকির জন্য প্রত্যেক বিভাগ, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়/কর্পোরেট শাখায় একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে নিয়োজিত করতে হবে। নিয়োজিত কর্মকর্তার মাধ্যমে অঞ্চল/শাখার সকল অর্থঋণ মামলার জোর তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল মামলার তথ্য রেজিষ্টারে সংরক্ষণসহ নিয়মিতভাবে Data base সংশ্লিষ্ট Software এ মামলার হালনাগাদ তথ্য upload করতে হবে। প্রতিটি মামলার ধার্য তারিখের ১৫ দিন পূর্বে নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয় হতে শাখাকে মামলার তারিখ সম্পর্কে তাগিদ প্রদানপূর্বক আগাম সতর্ক (Early alert) করতে হবে। মনিটরিং এর স্বার্থে মামলার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর মামলার ওয়েব পোর্টালে আপলোড/হালনাগাদ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) **আইনজীবীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করনঃ** ব্যাংকের মামলাসমূহ দায়ের ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়োজিত প্যানেল আইনজীবীদের সাথে মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালত এবং ব্যাংকের প্রচিলিত বিধি বিধান সম্পর্কিত সম্যক ধারনা/সচেতনতা বৃদ্ধিসহ দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে ব্যাংকের মামলা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং মামলা দায়েরের পর আইনজীবীর সাথে মামলা পরিচালনায় তৎপর হবেন। অঞ্চল/বিভাগীয় পর্যায়ে ব্যাংকের মামলা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের সাথে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যৌথ আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে যাতে মামলার সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনাসহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। আইনজীবীদের সাথে অনুষ্ঠিতব্য যৌথ সভায় প্রয়োজনে আইন বিভাগের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন।

(ঙ) **বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তি (ADR) ঃ** অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর অধীনে ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় এই আইনের ২২-২৫ ধারা মোতাবেক মামলা বিচারাধীন থাকাকালে, ৩৮ ধারা মোতাবেক জারী মামলার পর্যায়ে, ৪৪ক ধারা মতে আপিল/রিভিশন মামলা বিচারাধীন থাকাকালে এবং ৪৫ ধারার বিধান মোতাবেক মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। এ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা নিরসন তথা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

(চ) **ডিক্রিকৃত টাকা যথাসময়ে আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণঃ** অর্থঋণ মামলায় ডিক্রিকৃত টাকা পরিশোধের জন্য আদালত কর্তৃক খাতককে নির্দিষ্ট সময় প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিক্রির নির্দেশনা মোতাবেক টাকা আদায় না হলে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে জারী মামলা দায়ের করতে অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃক অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ২৮ ধারার বিধান মতে ডিক্রির তারিখ থেকে ০১ (এক) বছরের মধ্যে ডিক্রি জারী মামলা দায়ের করতে হবে। অন্যথায় মামলা তামাদি হয়ে যাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিক্রিকৃত টাকা আদায়/জারী মামলা দায়েরে করতে হবে ব্যর্থতায় এর দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্যদের উপর বর্তাবে।

(ছ) **বহুল প্রচারিত জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণঃ** অর্থঋণ মামলায় ডিক্রিকৃত টাকা আদায়ের জন্য জারী মামলা দায়েরের পর আদালত কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রির জন্য ১৫ (পনের) দিনের সময় দিয়ে আইন অনুযায়ী বহুল প্রচলিত একটি জাতীয় পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে একটি স্থানীয় পত্রিকায়ও নিলাম বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য জনসংযোগ ও প্রটোকল বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। এভাবে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও যদি ক্রেতা পাওয়া না যায় তাহলে ব্যাংকের আইনজীবীর মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য আদালতের ডিক্রি মোতাবেক প্রাপ্য টাকার চেয়ে কম হলে ৩৩(৫) ধারায় বন্ধকী সম্পত্তির ভোগ দখল ও বিক্রয় অধিকারের সনদ গ্রহণের আবেদন করতে হবে।

(জ) **বন্ধকী সম্পত্তি ভোগ দখল ও বিক্রয়ের অধিকার ঃ** ডিক্রীর দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে ন্যস্তকৃত বন্ধকী সম্পত্তি মাননীয় আদালত কর্তৃক ডিক্রীদারের অনুকুলে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা মোতাবেক ভোগদখলের অধিকারসহ নিজ উদ্যোগে বিক্রি করার

অধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এহেন অবস্থায় শাখা ব্যবস্থাপককে ৩৩(১),(২),(৩) ও (৪) উপ-ধারা অনুসরন পূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিলাম বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনার চেয়ে বেশী হলে অতিরিক্ত অর্থ দায়িককে ফেরত দিতে হবে আর কম হলে বাকী পাওনার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ও সংশ্লিষ্টদের অন্যান্য সম্পত্তির তফসিল অন্তর্ভুক্ত করে ২৮ ধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় জারী মামলা দায়ের করতে হবে। এ পদ্ধতি অনুসরন করা হলে খেলাপী ঋণের টাকা দ্রুত আদায় করা সম্ভব হবে।

(ঝ) **বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের সনদ গ্রহণঃ** ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তি একই আইনের ৩৩(৭) ধারা মোতাবেক ডিক্রিদারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিকানা স্বত্তের সনদ বিজ্ঞ আদালত ডিক্রিদারকে প্রদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হল বন্ধকী সম্পত্তির বাজার মূল্য অবশ্যই ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনার চেয়ে বেশী হতে হবে। যদি সরেজমিনে দেখা যায় বন্ধকী সম্পত্তির বাজার মূল্য ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনার চেয়ে বেশী তবে মালিকানা স্বত্বের জন্য আবেদন করা সমীচিন হবে। মালিকানা স্বত্ব পাওয়া গেলে পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং ৭০/২০০০; তারিখ ১৮-১২-২০০০ এর নির্দেশনাসহ প্রচলিত নীতিমালা অনুসরন করে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব বন্ধ করতঃ হিসাবের সমুদয় টাকা ১৩৬ অর্জিত সম্পদ খাতে স্থানান্তর করতে হবে। ৩৩(৭) ধারায় প্রাপ্ত অর্থ ঋণের স্থিতি অপেক্ষা বেশী হলে তা ঋণ গ্রহীতাকে ফেরত দিতে হবে না। এতে মামলায় জড়িত বিপুল অংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস পাবে।

(ঞ) **অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ঃ** ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপনকৃত ঋণ আদায় হলে তা সরাসরি আয় খাতে অন্তর্ভূক্ত হয় এবং সাধারনত প্রতিটি অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। সুতরাং অবলোপনকৃত ঋণ অধিক পরিমাণে আদায়ের মাধ্যমে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকরনসহ মামলা হ্রাস করতে হবে। ৩০-০৬-২০২৪ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী অবলোপনকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অঞ্চল পর্যায়ে Debt Collection Unit এ নিয়মিত মাসিক সভার পর্যালোচনা করে পরবর্তী করনীয় সর্ম্পকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

(ট) **মামলা নিষ্পত্তিকরন ঃ** মামলাধীন সম্পূর্ন টাকা আদায়ের মাধ্যমে যে সকল ঋণ হিসাব ইতোমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে সে সকল ঋণ হিসাবের বিপরীতে যদি কোন মামলা অনিষ্পন্ন থাকে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করে মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, নভেম্বর/২০২৪ এবং জুন/২০২৫ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে উপরোল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনসহ যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন পূর্বক অর্থঋণ আদালত এবং অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হলো। খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে অর্থঋণ আদালত আইন- ২০০৩ এর ৪৬ ধারার বিধান মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দায়েরযোগ্য মামলা দায়ের এবং বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির নিমিত্তে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত

মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন রাজীব
(মহাব্যবস্থাপক)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৪। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা-কে মূল পত্রটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান/সচিব, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। নথি/ মহানথি।